দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 MAR 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

জামালগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা

প্রধান শিক্ষকরা ক্লাসে থাকেন না

■ সিলেট অফিস

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন নাজুক হয়ে পড়েছে। গত পিএসসি পরীক্ষায় পাসের হার জেলার মধ্যে সবচেয়ে নিচে ছিল জামালগঞ্জ উপজেলা। এজন্য অভিভাবকরা শিক্ষকদের অবহেলা ও নিয়মিত স্কুলে না আসাকে দায়ী করেছেন।

অভিযোগ উঠেছে কিছু শিক্ষক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিস ম্যানেজ করে রীতিমতো স্কুল ফাঁকি দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষককেই মাসের পর মাস স্কুল চলাকালীন দল বেঁধে উপজেলা সদরে শিক্ষা অফিস সংলগ্ন বিভিন্ন চায়ের স্টলে আড্ডা দিতে দেখা যায়। অভিযুক্ত শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলে উত্তর একটাই-স্কুলের কাজে সদরে এসেছেন। সম্প্রতি খুঁজারগাঁও স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর সমাজপতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিলেও লোক দেখানো তদন্তে অভিযোগের সমাপ্তি ঘটেছে।

জানা যায়, উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসেন না। অজুহাত নিয়মিত উপজেলা সদরে দাপ্তরিক কাজে যেতে হয়। এমনও প্রধান শিক্ষক আছেন যারা দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন। আবার কোনো কোনো শিক্ষক সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে পুরো সপ্তাহের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে আসেন। বদলি শিক্ষক রেখে বিদ্যালয়ে পাঠদানের ঘটনাও আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, স্যার আইন শুক্রবারে, আইয়া খালি খাতায় কিতা লেখইন, হারা দিন থাইক্কা বিকালে আবার যাইনগ্যা, মাঝে মাঝে হেড স্যার আইন। তারা আরো জানায়, একটা-দুইটা ক্লাসের পর ছুটি। দুপুরের পর খুব একটা ক্লাস হয় না। অবশ্য উপজেলা শিক্ষা বিভাগও এমনটিই স্বীকার করেছেন যে কিছু শিক্ষকের কারণে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নামের স্বীকার হচ্ছে।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি স্কুলে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার খুঁজারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের স্থলে তিন জন সহকারী শিক্ষক পাঠদান করছেন, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সকালে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে উপজেলা সদরে গেছেন। একইভাবে মাতারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় চার জন শিক্ষকের তিন জন সহকারী শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন। প্রধান শিক্ষক গোলাম সারোয়ার বিদ্যালয়ে উপস্থিত নেই। পূর্ব রাজাবাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন জন শিক্ষকের দুজন তিনটি শ্রেণিকক্ষে পালাক্রমে ক্লাস নিচ্ছেন, আর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অফিসের কাজের নাম করে উপজেলা সদরে গেছেন। ইনাত নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা যায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নেই। বিদ্যালয়ের পরিবেশও নাজুক, অপরিষ্কার, নোংরা, ময়লা-আবর্জনায় ভর্তি। তবে প্রত্যেকেই বলেছেন তারা ভিন্ন ভিন্ন দাপ্তরিক কাজে উপজেলা সদরে গিয়েছিলেন।